সংবাদ

29 NOV 2012
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

পিছিয়েপড়া ২শ' গ্রামে প্রথম সরকারি বিদ্যালয়

রাকিব উদ্দিন

এক জানুয়ারিতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন সারাদেশের ২০০টি গ্রামে নবনির্মিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৩টি বিদ্যালয় নির্মাণের পুরো কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী জুন নাগাদ আরও ৮০০টি বিদ্যালয় নির্মাণের কার্যক্রম সম্পন্ন হতে পারে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আশা করছেন।

১ জানুয়ারি থেকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু

জানা গেছে, নতুন শিক্ষানীতির আলোকে ২০১০ সালের প্রথম দিকে এক হাজার ৫০০টি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ৭৫০ কোটি টাকা। গড়ে প্রতি স্কুলের জন্য সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৫০ লাখ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ ধরা হয় ২০১১ সালের জুন থেকে ২০১৪ সালের জুন নাগাদ। এই অর্থবছরে এই প্রকল্পে বরাদ্দ আছে ১৫০ কোটি টাকা। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি) স্কুল নির্মাণের কাজ করছে। গত মঙ্গলবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক এক সভায় গণশিক্ষা সচিব এমএম নিয়াজ উদ্দিন দ্রুতগতিতে এক হাজার ৫০০ স্কুল নির্মাণ প্রকল্প শেষ করতে প্রকল্পের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

সভায় তিনি আরও বলেন, সরকার দেশের সব শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। তাই এই প্রকল্প বাস্তবায়নে কারও কোন গাফিলতি বরদাশত করা হবে না। তবে যেসব বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে, সেগুলোতে দ্রুত পরিচালনা পরিষদ (এসএমসি) গঠন, শিক্ষক পদায়ন এবং অন্যান্য কার্যক্রম শেষ করতে হবে। নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই নবনির্মিত স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

এক হাজার ৫০০ স্কুল নির্মাণ প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা এলজিইডি'র সিনিয়র প্রকৌশলী আমিনুর রশীদ গতকাল সংবাদ'কে জানান, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে নতুন ২০০টি স্কুলে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু

সরকারি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

সরকারি বিদ্যালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

হবে। এসব বিদ্যালয় নির্মাণের কার্যক্রম বর্তমানে শেষ পর্যায়ে আছে। ডিসেম্বরের মধ্যে এসব বিদ্যালয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরকে বুঝিয়ে দেয়া হবে। তিনি আরও জানান, প্রাথমিক অবস্থায় এক হাজার বিদ্যালয় নির্মাণের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। বাকি ৮০০ বিদ্যালয় নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে আগামী জুন নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরকে বুঝিয়ে দেয়া যাবে বলে আশা করছি।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, এই সরকারের আমলে এক হাজার ৫০০ বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্প পুরোপুরি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে সমন্বয় না হওয়ায় ৫০০ স্কুল নির্মাণ অনিশ্চিত। তবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এক হাজার স্কুল নির্মাণের কার্যক্রম চলছে। সে অনুযায়ী এক হাজার স্কুলের জন্য এক হাজার প্রধান শিক্ষক এবং স্কুলপ্রতি চারজন করে মোট চার হাজার সহকারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টির জন্য প্রায় ছয় মাস আগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা পাঠিয়েছে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। আপাতত প্রতি স্কুলের জন্য চারজন সহকারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টির প্রস্তাব পাঠানো হলেও পর্যায়ক্রমে প্রতি স্কুলে ১৪ জন সহকারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতির বিষয়ে এলজিইডি'র সিনিয়র প্রকৌশলী আমিনুর রশীদ বলেন, ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা, ধানি জমিতে মাটি ভরাট করে নির্মাণ কাজ করা এবং পিছিয়েপড়া গ্রামে নির্মাণ সামগ্রী আনা-নেয়ায় নানা সমস্যা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর জানায়, দু'টি ক্রাইটেরিয়ায় স্কুল প্রতিষ্ঠার স্থান নির্বাচন হয়। একটি হলো- যে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে সে গ্রামে কমপক্ষে দুই হাজারের বেশি জনসংখ্যা থাকতে হবে এবং যে গ্রামের দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সে গ্রামকে প্রাধান্য দেয়া হবে। স্কুলের স্থান নির্বাচনে বন্যায় নদী ভাঙন ও শিশুদের যাতায়াত সুবিধাও বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে। বন্যার সময় যাতে স্কুল পানিতে তলিয়ে না যায় সে স্থানেই স্কুল নির্মাণ করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, দেশের প্রায় দুই হাজার ১০০টি গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ফলে এসব এলাকার দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কিছু গ্রামে দু'একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বা কিন্ডার গার্টেন থাকলেও সেগুলোতে পাঠদান অনেক ব্যয়বহুল। তাই সব শিশু বিদ্যালয়ের আওতায় আসছে না। মহাজোট সরকার ২০১৩ সালের মধ্যে দেশের সব শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে জোটের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম বিশেষ করে পিছিয়েপড়া, পশ্চাৎপদ, চর-হাওর-বাঁওড়, পাহাড়ি এলাকায় একটি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়।